কালের কণ্ঠ

তারিখ 21 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

নতুন শিক্ষা আইন

দেশে নতুন শিক্ষানীতির পর এবার নতুন শিক্ষা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। নতুন আইনে নোট, গাইড প্রকাশ বা পড়ানো ও প্রাইভেট-কোচিং বন্ধেরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই আইন বাস্তবায়ন করা গেলে শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, আইন থাকলেও আমাদের দেশে আইন প্রয়োগই হয় না। বর্তমানে স্কুল-কলেজের বেশির ভাগ শিক্ষক যেভাবে শিক্ষাকে ব্যবসায় পরিণত করেছেন এবং শিক্ষার্থীদের তাঁদের কাছে প্রাইভেট পড়তে নানাভাবে বাধ্য করছেন, তাকে প্রকাশ্য দুর্নীতি বলা যায়। যাঁরা সরকারি, বেসরকারি বা এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছেন তাঁদের প্রাইভেট কোচিং অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। তবে ঢালাওভাবে সব প্রাইভেট বন্ধ করা উচিত হবে না।

কারণ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রী প্রাইভেট টিউশনি করে বা কোনো কোচিংয়ে পড়িয়ে নিজেদের পড়ার খরচ চালায়। অনেক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রাইভেট পড়িয়ে কিছু বাড়তি আয় করেন আবার সেই সঙ্গে অবসর সময়ও কাটান। তাঁদের এই সৎ পথে আয়ের পথ যেন বন্ধ না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। সুতরাং সব দিক চিন্তা করেই শিক্ষা আইন তৈরি করতে হবে।

বিপ্লব, ফরিদপুর।

প্রতি ওয়ার্ডে পাঠাগার চাই

পাঠ্যপুস্তকে ছাত্রছাত্রীরা এখন আনন্দ পায় না। সন্ধ্যা হলেই আশপাশের বাড়িতে শুনতে পাই স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সজোরে আওয়াজ করে পড়া মুখস্থ করছে। অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মূল উদ্দেশ্য গ্রেড বা ভালো সার্টিফিকেট অর্জন করা, জ্ঞানার্জন নয়। ফলে তারা নিরানন্দ পাঠ্যপুস্তক নিয়েই সারা দিন পড়ে থাকে। পাঠ্যপুস্তকবহির্ভূত কোনো বইও তারা পড়ে না। ফলে ভালো সার্টিফিকেট অর্জন করলেও জ্ঞানে-গুণে তারা অনেক দুর্বল। উচ্চ গ্রেডের সার্টিফিকেট নিয়ে চাকরি না পেয়ে তারা বিভিন্ন অনৈতিক ও সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। দেশকে ধনে-জ্ঞানে উন্নত করতে হলে আমাদের তরুণসমাজকে জ্ঞানের আলোয় আনতে হবে। তাদের মনের চোখ খুলে দিতে হবে। তাদের সৃজনশীল করে তুলতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সরকারিভাবে প্রতিটি ওয়ার্ডে পাঠাগার স্থাপন করা। বইপড়ায় উৎসাহিত করার জন্য প্রতি সপ্তাহে বিভিন্ন আয়োজন ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাই প্রতিটি ওয়ার্ডে পাঠাগার স্থাপনের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মনসুর মুহাম্মদ
অরুয়াইল বাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

বৃত্তির টাকা বাড়ান

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার প্রাথমিক ও জুনিয়র সার্টিফিকেট পরীক্ষার বিপরীতে বৃত্তির সংখ্যাও বাড়িয়েছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার ট্যালেন্টপুলের বৃত্তি মাসে ৬০০ টাকা এবং সাধারণ বৃত্তি মাসে ৩৫০ টাকা। উচ্চ মাধ্যমিকের দুই বছর এ বৃত্তি তারা পেয়ে থাকে। এই সময় প্রতিবছর তারা শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত ৩০০ টাকা পায়। মূল্যস্ফীতির যুগে এ অর্থ একেবারেই অপ্রতুল। তাই ট্যালেন্টপুলে শিক্ষার্থীকে মাসে অন্তত এক হাজার টাকা এবং সাধারণ মেধা তালিকার শিক্ষার্থীকে মাসে অন্তত ৮০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া উচিত বলে আমরা মনে করি। তা ছাড়া বার্ষিক শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য অতিরিক্ত আরো এক হাজার টাকা প্রদান করা যেতে পারে। এই ব্যয় বৃদ্ধি সরকারের সামর্থ্যের মধ্যে থাকবে বলেই আশা করি।

মো. আশরাফ হোসেন
রমনা, ঢাকা।